যায়যায়দিন

তারিখ 22 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সিলেটের বাগবাড়িতে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ও এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র –যাযাদি

ছাত্র-এলাকাবাসী সংঘর্ষে বন্ধ সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

শিক্ষক পুলিশসহ আহত অর্ধশতাধিক

সিলেট অফিস

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি গতকাল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্র ও এলাকাবাসীর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার, শিক্ষক, সাংবাদিক ও ছাত্রসহ কমপক্ষে

আহত মুক্তা ও শিক্ষক পারভেজ –যাযাদি

অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি বন্ধ ও আবাসিক শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পৃ ১০ ›› ক ৭

ছাত্র-এলাকাবাসী সংঘর্ষে বন্ধ সিলেট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নগরীর শামীমাবাদ বাগবাড়ি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে গতকাল দুপুরে আসন্ন সরস্বতী পূজার কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুদল ছাত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এ নিয়ে তারা ক্যাম্পাসের বাইরে ফুয়াদ এন্টারপ্রাইজের সামনে গিয়ে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হলে দোকান মালিক জসিমউদ্দিন তাদের থামতে বলে। এতে তার সঙ্গে ছাত্রদের বাদানুবাদ হয়। তিনি এ ঘটনার বিচার চাইতে ইউনিভার্সিটির ভিসির কাছে যেতে চাইলে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত ছাত্ররা তার দোকানে ভাংচুর চালালে দোকান মালিকের এলাকা কানিশাইলের বাসিন্দারা এক হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা-জানালার গ্লাস সাইনবোর্ড ইত্যাদি ভেঙে ফেলে। এ সময় ইট-পাটকেল, পাথর ও লাঠিসোটা নিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।

এদিকে সংঘর্ষ থামাতে এসে আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক পারভেজ আহমদ, সিলেট সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রুহেনা খানম মুক্তা। এছাড়া পুলিশ কনস্টেবল মিজানুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জহিরুল ইসলাম সুমন, আজমল, রতন, শাহীন, জাকারিয়া, রায়হান, চমন, বদরুল, ফরহাদ, শাহেদ, শফিউল, তাহের, ইরফান এবং এলাকাবাসী সুমন, আরমান, অলিউল্লা, মুন্না, মবু, কামরুলসহ অর্ধশতাধিক আহত হয়। আড়াই ঘণ্টা দফায় দফায় সংঘর্ষের কারণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ, র‌্যাব, এপিবিএন সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে লাঠিচার্জ করে ছাত্রদের ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রাবাসও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকালই ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রাবাস ছেড়ে দিতে শুরু করে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, প্রক্টরসহ পদস্থ অন্য কর্মকর্তাদের বক্তব্য নেয়ার চেষ্টা করা হলেও তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। কোতোয়ালি থানার ওসি সৈয়দুজ্জামান জানান, তারা সংঘর্ষের কারণ তদন্ত করে দেখছেন।